মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ
আলোচ্য বিষয়- বৈশেষিক মতে দ্রব্য

B.A. Honours
3rd Year (1+1+1)

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor in Philosophy

বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত সাতটি পদার্থের মধ্যে প্রথম এবং একটি অন্যতম পদার্থ হল দ্রব্য। দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে কণাদ বলেছেন –

“ক্রিয়াগুণবং সমবায়িকারণম”।

অর্থাৎ, দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় এবং সেই দ্রব্যজাত কার্যের সমবায়িকারণ।

দ্রব্য ও গুণের, দ্রব্য ও কর্মের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। দ্রব্য ছাড়া গুণ অথবা ক্রিয়া থাকতে পারে না, যদিও গুণ ও কর্ম ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে। কাজেই, গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় হলেও দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র। উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে কোনো গুণ থাকে না। দ্বিতীয় ক্ষণে দ্রব্যে গুণের আবির্ভাব হয়।

* দ্রব্যই কেবল কোনো কার্যের সমবায়িকারণ (উপাদান কারণ) হতে পারে।

দ্রব্যের প্রকারভেদঃ-

বৈশেষিক মতে, দ্রব্য নয় প্রকার। যথা-

(১) ক্ষিতি (২) অপ্ (৩) তেজ, (৪) মরুত (৫) আকাশ (৬) দিক্ (৭) কাল, (৮) আত্মা এবং (৯) মন।

বৈশেষিকরা এই নয়টি দ্রব্যের সাহায্যে সমগ্র জগতের ব্যাখ্যা করেছেন।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও আকাশ :-

বৈশেষিক স্বীকৃত নয়টি দ্রব্যের সব কয়টি জড়দ্রব্য নয়। প্রথম পাঁচটি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম বা আকাশ জড়দ্রব্য। এই পাঁচটি জড়দ্রব্য বা ভৌতিক দ্রব্যকে 'পঞ্চভূত' বলা হয়। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির নিজ নিজ বিশেষ এক গুণ আছে। ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ; অপ্ বা জলের বিশেষ গুণ রস (স্বাদ); তেজের (আগুনের) বিশেষ গুণ রূপ বা বর্ণ; মরুত বা বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ এবং আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। ক্ষিতিরই কেবল গন্ধ আছে। অন্য দ্রব্যতে ক্ষিতির মিশ্রণ থাকলে তবেই তাতে গন্ধ পাওয়া যায়।

পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পাঁচটি গুণ-গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ, স্পর্শ ও শব্দ প্রত্যক্ষ করা হয়। একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল একটি বিশেষ গুণেরই প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায়-বৈশেষিক অভিমত হল-যে ইন্দ্রিয় যে বিশেষ গুণটি প্রত্যক্ষ করে, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণের আশ্রয় যে ভূত-দ্রব্য তার দ্বারা উৎপন্ন।

যেমন - নাসিকা ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল গন্ধ প্রত্যক্ষ করা হয়, কেন-না ঐ ইন্দ্রিয় ক্ষিতির কণিকা দ্বারা উৎপন্ন; জিহ্বা ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল স্বাদ প্রত্যক্ষ করা হয়, কেন-না ঐ ইন্দ্রিয় জলের কণিকা দ্বারা উৎপন্ন; চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপ বা বর্ণ প্রত্যক্ষ করা হয়, কেন-না ঐ ইন্দ্রিয় তেজের (আগুনের) কণিকা দ্বারা উৎপন্ন ইত্যাদি।

বৈশেষিক মতে, **ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত** - এই চতুর্ভুতের পরমাণুগুলি নিতা, কেন-না পরমাণু নিরংশ হওয়ায় তাদের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। চতুর্ভূতের পরমাণু থেকে উৎপন্ন যৌগিক দ্রব্য মাত্রই অনিতা, কেননা সেসব সাবয়ব বা অংশযুক্ত। সাবয়ব বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তাই সেসব অনিত্য। পরমাণু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অনুমানের সাহায্যে পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়।

আকাশঃ-

বৈশেষিক মতে, আকাশ হল পঞ্চম ভৌতিক দ্রব্য এবং শব্দ গুণের আশ্রয়। আকাশ এক, অনন্ত এবং বিভু পরিমাণ হওয়ায় নিরবয়ব ও নিরংশ নিত্য দ্রব্য। আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অনুমানসিদ্ধ। শব্দ প্রত্যক্ষের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য শব্দ গুণটি চতুর্ভুতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের) কোনোটিরও বিশিষ্ট গুণ নয়; কাজেই শব্দ গুণের আশ্রয় স্বরূপ পঞ্চম এক ভূত-দ্রব্যের অনুমান করতে হয় এবং সেই দ্রব্যই আকাশ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়, কর্ণশষ্কুলির (cochlea) দ্বারা আবদ্ধ আকাশই হচ্ছে কর্ণেন্দ্রিয়।

দিক্ঃ-

বৈশেষিক মতে, দিক আকাশের মতো নিত্য, বিভু ও নিরবয়ব। দিক্ এক, অনেক নয়। দিক্ অখণ্ড, সখণ্ড নয়। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এক, অখণ্ড, অনন্ত দিকে বিভিন্ন খণ্ডাংশে বিভক্ত করি। দিক্ বা দেশ অতীন্দ্রিয় দ্রব্য, প্রত্যক্ষগোচর নয়। বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করে দিকের অনুমান করা হয়।

দৈশিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দিকের বা দেশের অনুমান করা হয়। দিক্ আছে বলেই জড়বস্তুসমূহের সংযোগ, বিভাগ ও পরিমাপ সম্ভব হয়। দিক্ কোনো জড় দ্রব্য নয়, অজড় দ্রব্য। নিরংশ হওয়ায় দিকের উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

কালঃ-

কালও দিকের ন্যায় নিত্য, বিভু ও নিরবয়ব। কালও এক, একাধিক নয়। দিকের ন্যায় কালও **অখণ্ড, সখণ্ড নয়**। ব্যবহারের সুবিধার জন্য এক অখণ্ড অনন্ত কালকে বিভিন্ন খণ্ডাংশে বিভক্ত করা হয়। **কাল অতীন্দ্রিয় দ্রব্য**, কালের প্রত্যক্ষ হয় না। ঘটনার পূর্বাপর বা সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করে কালের অনুমান করা হয়। কাল এক নিরবচ্ছিন্ন গতি বা প্রবাহ।

কালের মধ্যে **অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে বস্তুত কিছু নেই**। ঐসব উপাধির দ্বারা কালকে বিশিষ্ট করে বস্তু ও ঘটনার অভিজ্ঞতা হয় এবং সেসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই কালের অনুমান করা হয়। জড়জগৎ কালে অশ্রিত। কালের মধ্যে আশ্রিত হওয়ায় জাগতিক বস্তু ও ঘটনাসমূহের কালের মধ্যেই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়। তবে, **কালের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। কাল এক নিত্য দ্রব্য।**

আত্মাঃ-

বৈশেষিক মতে, আত্মা দুই প্রকার-জীবাত্মা ও পরমাত্মা। উভয়ই নিত্য, বিভু এবং জ্ঞান প্রভৃতি গুণের আশ্রয়। জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা অনেক, পরমাত্মা এক।

মনঃ-

বৈশেষিক মতে, মন নিত্য ও অণুপরিমাণ দ্রব্য। মন হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয় জীবাত্মার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার জন্য মন হচ্ছে অন্তর ইন্দ্রিয়। আত্মার জ্ঞান মনের সহযোগে হয়। মন ভৌতিক (জড়) দ্রব্য নয়, অভৌতিক দ্রব্য। মন একটি নয়, অনেক।

The End